গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
উন্নয়ন সমন্বয় শাখা
www.cabinet.gov.bd

বিষয়: সামাজিক নিরাপত্তা ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব এন এম জিয়াউল আলম, ভারপ্রাপ্ত সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার),
সভার তারিখ	:	২৪ মে ২০১৬
সময়	:	সকাল ১০.৩০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: **পরিশিষ্ট-ক** সংযুক্ত।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর তিনি সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা অনুষ্ঠানের অনুরোধ জানান। এ পরিপ্রেক্ষিতে অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়) জনাব বিজয় ভট্টাচার্য নির্ধারিত আলোচ্যসূচিসমূহ উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি-১: বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ

২। অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়) জানান ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের বিগত সভা গত ২৭ আগস্ট ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং উক্ত সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণীটি প্রজেক্টরের মাধ্যমে সভায় প্রদর্শন করা হয়। কার্যবিবরণীর বিষয়ে কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপন করার জন্য সভাপতি অনুরোধ জানান। কোন সদস্য এ বিষয়ে সংশোধনী প্রস্তাব না আনায় এটি দৃঢ়করণ করা যেতে পারে মর্মে সকলে ঐকমত্য প্রকাশ করেন।

আলোচ্যসূচি-২: বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

৩। সভায় বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা হয়। প্রথম সিদ্ধান্তটি ছিল মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত বিগত ২০০১ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারের তুলনামূলক তথ্য নির্দিষ্ট ছক মোতাবেক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ সংক্রান্ত। কিন্তু অধিকাংশ মন্ত্রণালয় চাহিত তথ্য প্রেরণ করতে পারেনি মর্মে সভায় অবহিত করা হয়। তবে ভিন্ন একটি উৎস থেকে এ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে বিধায় বর্ণিত তথ্য প্রেরণের প্রয়োজন নেই মর্মে উল্লেখ ব্যক্ত করা হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নের বিষয়ে নিজস্ব মন্ত্রণালয়ে মিটিং বা কর্মশালা আয়োজন করতে পারে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এ বিষয়ে অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে মর্মে সিদ্ধান্ত ছিল। কয়েকটি মন্ত্রণালয় জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নের বিষয়ে সভা আয়োজন করেছে মর্মে অবহিত করা হয়। চার নম্বর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নের জন্য গত নভেম্বর ২০১৫ মাসে একটি কারিগরি কর্মশালা আয়োজনের জন্য নির্ধারিত ছিল। এস এস পি এস প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই এ কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছিল মর্মে সভায় অবহিত করা হয়। সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য ফোকাল পয়েন্টের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত দল গঠনের সিদ্ধান্তের বিষয়ে আলোচনায় জানা যায় অধিকাংশ মন্ত্রণালয়ে এ ধরণের দল গঠন করা সম্ভব হয় নি। সভাপতি দ্রুত এ সংক্রান্ত দল গঠনের বিষয়ে জোরারোপ

করেন। সার্বিক আলোচনান্তে সভাপতি ১ নম্বর সিদ্ধান্ত ছাড়া অন্যান্য সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ করেন।

আলোচ্যসূচি-৩: সামাজিক নিরাপত্তা ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ সংক্রান্ত

৪। সভায় অবহিত করা হয় যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সামাজিক নিরাপত্তা ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগের জন্য সম্প্রতি একটি পত্র জারি করেছে। অধিকাংশ মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে ফোকাল পয়েন্টের তথ্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাওয়া গেলেও কয়েকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে এখনো ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করা হয় নি মর্মে অবহিত করা হয়। যে সকল মন্ত্রণালয় এখনও সামাজিক নিরাপত্তা ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করে নি তারা খুব দ্রুত এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন মর্মে সভাপতি অনুরোধ করেন। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা পরিবর্তন হলে তা যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করার জন্যও অনুরোধ করা হয়।

আলোচ্যসূচি-৪: জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল পর্যালোচনা

৫। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পর্যালোচনার নিমিত্ত একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন সভায় উপস্থাপন করা হয়। এতে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম জীবন-চক্রভিত্তিক পূণর্বিন্যাস এবং প্রোগ্রাম ক্লাস্টার গঠনের বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়। সকলে এ পর্যালোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়) বলেন যে, সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্যক্রম সমন্বয়পূর্বক জীবন চক্রের বিভিন্ন পর্যায় অনুযায়ী বৃহৎ কার্যক্রমে পূণর্বিন্যাস করা হলে কার্যক্রমসমূহের প্রশাসনিক ব্যয় হ্রাস পাবে এবং এগুলির ব্যবস্থাপনা আরও দক্ষ ও কার্যকর হবে। পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর বিভাগ সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন প্রকল্পসমূহ অনুমোদনের বিষয়টি নিরুৎসাহিত করতে পারে মর্মে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

৬। সভায় সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধাভোগী নির্বাচন ও তাদের ডাটাবেইজ তৈরির বিষয়ে আলোচনা হয়। উল্লেখ করা হয় যে, সুবিধাভোগী বা সেবা গ্রহীতাদের তথ্য বা ডাটাবেইজ ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। সুবিধাভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের তথ্য ক্রস চেক করা সম্ভব হয় না বিধায় সুবিধাভোগীদের একাধিকবার বিভিন্ন কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ থাকে। বিষয়টি প্রতিহত করার জন্য ডিজিটাল পদ্ধতির MIS গড়ে তোলা প্রয়োজন। সভায় কয়েকজন সদস্য জানান তাঁদের মন্ত্রণালয় MIS সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়) এ বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করেন যে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের তৈরি MIS পারস্পরিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া দরকার। অন্যথায় সুবিধাভোগীদের তথ্য ক্রস চেক করা সম্ভব হবে না। এ ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের উচিত হবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নাগরিকের মৌল তথ্য কাঠামো (CCDS) যথাসথভাবে অনুসরণ করা। একই সাথে MISসমূহ নির্বাচন কমিশনের এনআইডি এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের জন্ম-নিবন্ধন রেজিস্টারের সঙ্গে সংযুক্ত রাখা প্রয়োজন মর্মে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

আলোচ্যসূচি-৫: জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন অগ্রগতি

৭। সভায় জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের অগ্রগতির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় অবহিত করা হয় যে, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়ে গত সেপ্টেম্বর মাসে একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত কর্মশালার পরিপ্রেক্ষিতে ১৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাঁদের কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ করেছে। এ কর্মপরিকল্পনাসমূহ চূড়ান্ত করার পূর্বে আরও পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে মর্মে মতামত ব্যক্ত করা হয়। সভাপতি এ প্রেক্ষিতে জানান আগামী ১৫ জুলাই ২০১৬ তারিখের মধ্যে ক্লাস্টার সমন্বয়ক পাঁচটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পন্ন করার বিষয়ে কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে। উক্ত পাঁচটি

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মপরিকল্পনার আদলে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পন্ন করা যেতে পারে মর্মে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়।

আলোচ্যসূচি-৬: সামাজিক নিরাপত্তার থিমেটিক ক্লাস্টার গঠন ও কার্যপরিধি সংক্রান্ত

৮। সভায় অবহিত করা হয় যে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের আলোকে পাঁচটি থিমেটিক ক্লাস্টার গঠন সংক্রান্ত একটি পরিপত্রের খসড়া কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটির বিগত সভায় অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত খসড়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। সভাপতি অবহিত করেন যে, থিমেটিক ক্লাস্টারে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের কতিপয় দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে প্রতিপালনের অনুরোধ করা হয়। সভায় ভূমি মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রথিনিধি জানান এ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে ভূমি মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কে কোন ক্লাস্টারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি যদিও তাঁদের সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়ে কয়েকটি কার্যক্রম রয়েছে। সভাপতি জানান কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটির সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে যথাযথ ক্লাস্টারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আলোচ্যসূচি ৭- সাবেক ছিটমহলের অধিবাসীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম সম্প্রসারণ

৯। সভায় অবহিত করা হয় যে, সাবেক ছিটমহলের অধিবাসীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা রয়েছে। অতঃপর সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম সম্প্রসারণের বিষয়ে একটি কনসেপ্ট নোট সভায় উপস্থাপন করা হয়। এ বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য সভাপতি সকলকে অনুরোধ করেন। সভায় অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, গত এপ্রিল মাসে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সাবেক ছিটমহল অধিবাসীদের বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। সাধারণ নাগরিকের ন্যায় তাদেরকে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই মর্মে অবহিত করা হয়। তবে ছিটমহলবাসীগণ দীর্ঘদিন যাবৎ সামাজিক সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত বিধায় তাঁরা এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেতে পারে। সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম সাবেক ছিটমহলবাসীদের জন্য সম্প্রসারণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতি একটি সরকারি পত্র জারি করতে পারে মর্মে সভায় অভিমত প্রকাশ করা হয়। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ সাবেক ছিটমহলের অধিবাসীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম সম্প্রসারণের বিষয়টি তাঁদের স্ব স্ব মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে পারেন মর্মে সভাপতি অভিমত প্রকাশ করেন।

আলোচ্যসূচি ৮- সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম পদ্ধতির কার্যকারিতা বা ফলপ্রসূতার বিষয়ে কর্মকর্তাগণের মতামত জরিপ

বর্ণিত বিষয়ে কর্মকর্তাগণের মতামত জরিপের জন্য একটি প্রশ্নমালা এস এস পি এস প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে সভায় উপস্থাপন করা হয়। অধিকাংশ কর্মকর্তা বলেন প্রশ্নমালার উত্তর প্রস্তুতপূর্বক তাঁরা পরবর্তী সময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করবে। আগামী তিন দিনের মধ্যে তাঁরা প্রশ্নমালা পূরণ পূর্বক মন্ত্রিপরিষদে প্রেরণ করবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১০। **সিদ্ধান্ত:**

(১) গত ২৭ আগস্ট ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সামাজিক নিরাপত্তা ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করা হল;

(২) গত ২৭ আগস্ট ২০১৫ তারিখের সভার এক নম্বর সিদ্ধান্ত ব্যতীত অন্যান্য সিদ্ধান্ত অবাস্তবায়িত থাকলে তা দ্রুত বাস্তবায়নের বিষয়ে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন;

(৩) যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এখনও সামাজিক নিরাপত্তা ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করে নি তাদেরকে খুব দ্রুত ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ সংক্রান্ত পত্র মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে করবে। ফোকাল পয়েন্ট বা বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা পরিবর্তন হলে তা যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করার জন্যও মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(৪) জীবন-চক্র ভিত্তিক সমন্বিত সামাজিক নিরাপত্তার অন্তর্ভুক্ত নয় এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে সংরক্ষণশীলতা অনুসরণের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনকে অনুরোধ করা যেতে পারে;

(৫) সুবিধাভোগীদের দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ সুবিধাভোগীদের ডিজিটাল ডাটাবেইজ বা MIS সৃষ্টির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। MIS-সমূহ যাতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে জারি করা নাগরিকের মৌল তথ্য কাঠামো (CCDS) অনুযায়ী হয় এবং নির্বাচন কমিশনের এনআইডি এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের জন্ম-নিবন্ধন রেজিস্টারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে সে বিষয়ে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

(৬) কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ক্লাস্টার সমন্বয়ক পাঁচটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ আগামী ১৫ জুলাই ২০১৬ তারিখের মধ্যে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পন্ন করবে। উক্ত পাঁচটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মপরিকল্পনার আদলে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাদের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে;

(৭) সামাজিক নিরাপত্তার থিমেটিক ক্লাস্টার গঠন সংক্রান্ত পরিপত্রে উল্লিখিত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের জন্য নির্ধারিত দায়িত্ব যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য তাঁরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

(৮) সাবেক ছিটমহলবাসীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম সম্প্রসারণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতি একটি সরকারি পত্র জারির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ ছিটমহলে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম সম্প্রসারণের বিষয়টি স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অবহিত করবেন;

(৯) সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের বিদ্যমান পদ্ধতির কার্যকারিতা বা ফলপ্রসূতার বিষয়ে কর্মকর্তাগণের মতামত জরিপের জন্য প্রদত্ত প্রশ্নমালা আগামী তিন দিনের মধ্যে পূরণপূর্বক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ মন্ত্রিপরিষদে প্রেরণ করবেন।

১১। পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত করেন।

(এন এম জিয়াউল আলম)
ভারপ্রাপ্ত সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)